টীকা চ—তত্র যে হজ্ঞাস্তে ভবদ্বিধানামনুগ্রাহ্যা ইত্যাহ দূরে ইতি। জ্ঞানলব-দুর্ব্বিদগ্ধাস্ত্বচিকিৎস্যত্বাৎ উপেক্ষ্য ইত্যাশয়েনাহ বিপ্রইতীত্যেষা ॥ ১১।৫ ॥ শ্রীচমসো নিমিম্‌ ॥ ১৫৪ ॥

যেমনভাবে ভগবদ্‌ভক্তগণও অকুটিলস্বভাব মূর্খগণকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু কুটিলচিত্ত বিজ্ঞগণকেও তেমন অনুগ্রহ করেন না—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতাদিগ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীচমস যোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—হে রাজন্‌! যাহারা অত্যন্ত অজ্ঞ, তাহাদিগকে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। সেই অজ্ঞ দুইপ্রকার। একপ্রকার—যাহাদের নিকটে হরিভক্তিরসিক ভক্তগণ গমন করেন না বলিয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই। দ্বিতীয়প্রকার—যাহারা জন্মান্ধ ও জন্মবধির অথবা উন্মত্ত। এই দুইপ্রকার অজ্ঞব্যক্তিই আপনাদের কর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া থাকে। কারণ আপনাদের চরণরজের এমনই প্রভাব যে, সকল অজ্ঞগণের নিকটে যাইয়া শ্রীহরির কথা শুনাইয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন; এবং যাহাদের বধিরতাদি জন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিবার যোগ্যতা নাই, আপনারা তাহার মস্তকে ও বক্ষে চরণরজঃ অর্পণ করিয়া অভীষ্ট বস্তুর অনুভূতি দানে তাহাকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞানলবে দুর্ব্বিদগ্ধ (উদ্ধত) মানবগণ দুশ্চিকিৎস্য, অর্থাৎ তাহাদের সেই দুরভিমান রোগ নিবৃত্তি করা দুঃসাধ্য—এই বোধে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য, শৌক্র এবং শ্রৌতজন্মেও হরির চরণ-সান্নিধ্যপ্রাপ্তির উপযোগিতা লাভ করিয়াও বেদের অর্থবাদে বিমুগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৫৪ ॥

অথাশ্রদ্ধা, দৃষ্টে শ্রুতেঽপি তন্মহিমাদৌ বিপরীতভাবনাদিনা বিশ্বাসাভাবঃ। যথা দুর্য্যোধনস্যৈব বিশ্বরূপদর্শনাদাবপি। অতএব যথা—আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্ ইত্যাদি শ্রীশৌনকস্য, দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ ইতি শ্রীপ্রহ্লাদস্য অনুভবসিদ্ধং ন তথা সর্ব্বেষাম্। ঈদৃশ মানুষঙ্গিকং ফলন্তু শুদ্ধভক্তে র্ভগবন্মহিমখ্যাপ-নেচ্ছা যদিস্যাত্তদৈবেষ্যতে। ন তু স্বরক্ষণায় স্বমহিমদর্শনায় বা। যথৈবোক্তং দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরা শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ। মহাবিপৎপাত বিনাশনোঽয়ং, জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ ॥ ইতি। শ্রীপরীক্ষিৎপ্রভৃতিভিস্তু তদাপি নেষ্টন্। যথা—দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথা ইতি ॥ ১৫৫ ॥ স্পষ্টম্ ॥ ১ ॥ ১৯ ॥ রাজা ॥ ১৫৫ ॥

এক্ষণে অশ্রদ্ধা কাহাকে বলে, তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন—শ্রীগুরু, শ্রীনাম, শ্রীমন্ত্র, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীভগবান্ প্রভৃতির মহিমা দেখিয়া